তারিখ ... 04 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮

দৈনিক খবর

২১

০৫

আবারও স্থানান্তরের আশংকাঃ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ

॥ সনৎ নন্দী ॥

কুষ্টিয়া, ৩রা জুন।- দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত আন্দোলন, সংগ্রাম, জেল-জুলুমের ফসল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে পুনরায় একটি চিহ্নিত অপশক্তির চক্রান্ত শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে অবিলম্বে হল থেকে ছাত্রদের চলে যেতে বলেছেন।

চলতি বছর শিক্ষা বর্ষের নতুন খোলা বিভাগসমূহসহ সর্বমোট ১১টি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এ পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে না পারে সে জন্যে ছাত্র শিবির বিভিন্ন ধরনের হুমকি প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রগতিশীল প্রতিটি ছাত্র সংগঠন এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলে কর্তৃপক্ষ নির্বিঘ্নে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করে। যে মূহূর্তে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের পদভারে পবিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে উঠতে যাচ্ছে ঠিক সেই মূহূর্তে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা একত্রিত হয়ে বিষ্ফোরিত হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষকরা বর্তমান উপাচার্য ডঃ সিরাজুল ইসলামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার অপসারণ দাবী করে।

এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ৩৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬ জন শিক্ষক সমনয়ে গঠিত হয় শিক্ষক সমিতি। যার সভাপতি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ হায়াৎ মাহমুদ ও সাধারণ সম্পাদক ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি অদক্ষতা এমনকি তার ব্যক্তি চরিত্রকে কলঙ্কিত করে অভিযোগ উত্থাপন করেন। সম্প্রতি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জেলা প্রেস ক্লাব ও জাতীয় প্রেস ক্লাবেও পৃথক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলন করে উপাচার্যের অপসারণ দাবী করেছে।

প্রথম দিকে শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া নিয়ে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও বর্তমানে তাদের সেই আন্দোলন স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের সাথে একাকার হয়ে গেছে। গাজীপুরে অবস্থানকালীন ছাত্র শিবিরদের দাবী এবং কুষ্টিয়ায় এসেও তাদের দাবীর কোন পরিবর্তন হয়নি। এই চক্রটি কোন দিনই বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ায় তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসুক তা চায়নি এবং এখন পর্যন্ত চাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সুধী মহল শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ঠিকই কিন্তু তার পাশাপাশি যারা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ায় আনার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল তাদের ঘৃণা করছে। যেহেতু শিক্ষক ও চিহ্নিত চক্রের দাবী অভিন্ন সেহেতু কুষ্টিয়ার মানুষ স্বাভাবিক কারণে ভীত এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। সন্দেহ করছে শিক্ষক সমিতির কার্যক্রমকে।

গত ২৭শে মে স্থানীয় ল' কলেজে প্রবীণ চিকিৎসক ও জেলা বিএমএ'র সভাপতি ডাঃ ফজলে রবের সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী উপস্থিত থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। বক্তারা বর্তমান উপাচার্যের বিভিন্ন গণমূখী পদক্ষেপ আলোচনা করেন এবং গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তার পাশাপাশি শিক্ষকদের সাথে উপাচার্যের যে মতবিরোধ তা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভা ডাঃ ফজলে রব ও এডঃ নকিব উদ্দিন আহমেদকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন ও সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন।

উক্ত সংগ্রাম পরিষদ বর্তমান উপাচার্যকে নিজ অবস্থানে বহাল রেখে এবং সম্প্রতি চাকরিচ্যুত দু'জন শিক্ষককে পদে পুনঃ বহাল করে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থার নিরসন করার জন্য দুই পক্ষের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়াও প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীদের দাবী নিয়ে আলোচনাক্রমে, সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করার জন্যও সবার প্রতি আহবান করা হয়।

উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্য বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়াও নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষের মনে এরই মধ্যে সন্দেহ জমতে শুরু করেছে হয়তো বা

৫-এর পাতায় দেখুন